মসজিদের শরয়ি বিধান

[ফাজায়েল-মাসায়েল ও আদবসহ মসজিদের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিধান নিয়ে
সাবলীল ভাষায় রচিত
কুরআন-হাদিস ও ইসলামি ফিকহের তথ্যসমৃদ্ধ এক অনবদ্য সংকলন।]

সংকলন ও সম্পাদনা

মুহাম্মাদ আলী জাওহার

উসতাজুল হাদিস ওয়াল ফিকহ জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম
রামপুরা বনশ্রী, ঢাকা।

ওয়াফি পাবলিকেশন

লেখকের আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم.

মসজিদ আল্লাহ তাআলার ঘর। এতে তাঁর জিকির ও ইবাদত-বন্দেগি করাই কেবল অনুমোদিত। শরিয়ত-বিরোধী এবং ইবাদতের পরিবেশ নষ্ট হয় এমন কোনো কাজ মসজিদে করা যায় না। মহান আল্লাহ মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন। হাদিসের ভাষ্যানুযায়ী দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হলো মসজিদ।

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান হলো মসজিদ আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান বাজার।'[১]

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ বানাবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরি করবেন।'[২]

মসজিদে জামাতে নামাজ আদায়ের ফজিলতও অনেক বেশি। হাদিস শরিফে এসেছে, 'একা নামাজ আদায়ের চেয়ে জামাতে নামাজের মর্যাদা সাতাশ গুণ বেশি।'[৩]

---

১ মুসলিম, হাদিস : ৬৭১

২ বুখারি, হাদিস : ৪৫০; মুসলিম, হাদিস : ৫৩৩; তিরমিজি, হাদিস : ৩১৮; ইবনে মাজা, হাদিস : ৭৩৬

৩ বুখারি, হাদিস : ৬৪৫; মুসলিম, হাদিস : ৬৫০; নাসায়ি, হাদিস : ৮৩৮; ইবনে মাজা, হাদিস : ৭৮৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১০৩০৫

মসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, মসজিদের আদব রক্ষা করা যেমন জরুরি, তেমনি মসজিদের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সেসব বিধান জানাও জরুরি। মসজিদ সংশ্লিষ্ট এমনই গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলিসহ অনেক বিষয় 'মসজিদের শরয়ি বিধান' শীর্ষক পুস্তকে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। এতে মসজিদের পরিচয়, ফজিলত, গুরুত্ব, মর্যাদা ও মসজিদের আদব খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি মসজিদ সংশ্লিষ্ট ছয় শ্রেণির লোক—ইমাম, খতিব, মুয়াজ্জিন, খাদেম, সাধারণ মুসল্লি এবং মুতাওয়াল্লি—বা মসজিদ পরিচালনা কমিটির যোগ্যতা-গুণাবলি ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কেও সুনিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অধিকন্তু মসজিদ সংক্রান্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ ১৫০টি মাসআলার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পুস্তকটি পাঠে সুধী পাঠকমহল মসজিদ সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় অবগত হতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। বিশেষ করে মসজিদ পরিচালনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চিন্তার নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

ভুল-ত্রুটি মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাণ্ডুলিপিটি নির্ভুল ও নিখুঁত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি নিঃসন্দেহে। তারপরেও মানবিক দুর্বলতার কারণে ভুল-চুক থেকে যাওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। অতএব কোনো সমঝদার পাঠকের নজরে তা ধরা পড়লে দয়া করে আমাদের জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেবার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে মহান রবের দরবারে বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন পুস্তকটিকে দেশ, জাতি ও দীনের কল্যাণে কবুল করেন। লেখক, পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করেন। আমিন।

বিনীত

—মুহাম্মাদ আলী জাওহার

রামপুরা ঢাকা ১২১৯
২৩ জিলহজ ১৪৪৪ হিজরি

সূচিপত্র

লেখকের আরজ ০৮

প্রথম অধ্যায়
মসজিদের পরিচয়, গুরুত্ব, মর্যাদা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

মসজিদের পরিচয় ২৩
জামে মসজিদের পরিচয় ২৪
মসজিদের সীমানা ২৪
শরয়ি মসজিদ হওয়ার শর্তাবলি ২৫
মসজিদের গুরুত্ব ও মর্যাদা ২৫
মসজিদ নির্মাণের ফজিলত ২৮
মসজিদের প্রতিবেশী হওয়ার ফজিলত ৩২
বাসা-বাড়িতে ইবাদতের জন্য মসজিদের-
আবহ তৈরি করার গুরুত্ব ৩৪
ঘরোয়া মসজিদের উপকারিতা ৩৭
মসজিদপ্রেমীদের বিশেষ মর্যাদা ৩৭
হেঁটে মসজিদে যাওয়ার ফজিলত ৪০
নামাজের জন্য অপেক্ষা করার ফজিলত ৪৪
পৃথিবীর সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ঘর মসজিদ ৪৬
একটি আপত্তি ও নিরসন ৪৮
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তিন মসজিদ ৪৯
মসজিদুল হারাম ৫০
মসজিদে নববি ৫০
মসজিদুল আকসা ৫২
ইসলামের প্রথম মসজিদ ৫৪
মর্যাদার ক্ষেত্রে মসজিদের শ্রেণিবিন্যাস ৫৬
আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে মসজিদের ভূমিকা ৫৭
মসজিদের কুদরতি নেযাম ৬৬
মসজিদে জিরার ও তার বিধান ৬৯

দ্বিতীয় অধ্যায়
আদাবুল মাসাজিদ বা মসজিদের আদব

১. পোশাক ও সাজসজ্জা ৭০
২. অজু করে মসজিদে গমন ৭২
৩. মসজিদে গমনের পথে দোয়া পড়া ৭২
৪. মসজিদে গমনকালে ধীরস্থিরভাবে চলা ৭৩
৫. মসজিদে প্রবেশের সময় পাঁচটি বিষয় লক্ষ রাখা ৭৪
৬. একইভাবে মসজিদ থেকে বের হবার সময় পাঁচটি বিষয় লক্ষ রাখা ৭৪
৭. আগেভাগে মসজিদে এসে প্রথম কাতারে নামাজ আদায় করা ৭৫
৮. তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ আদায় করা ৭৫
৯. মসজিদে বেচাকেনা না করা ও হারানো জিনিস না খোঁজা ৭৬
১০. রসুন, পেঁয়াজ বা এ-জাতীয় দুর্গন্ধযুক্ত কিছু খেয়ে মসজিদে না যাওয়া ৭৬
১১. আজানের পরে মসজিদ থেকে বের না হওয়া ৭৭
১২. মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম না করা ৭৭
১৩. মসজিদকে রাস্তা হিসেবে গ্রহণ না করা ৭৭
১৪. মসজিদে শোরগোল ও উঁচু আওয়াজে কথা না বলা ৭৮
জুমার দিনের আদবসমূহ ৭৮

তৃতীয় অধ্যায়
নামাজের গুরুত্ব, ফজিলত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

মানবজীবনে নামাজের গুরুত্ব ও প্রভাব ৮৪
নামাজের ফজিলত ৮৬
নামাজের পার্থিব উপকারিতা ৮৯
জামাতে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব ৯১
জামাতে নামাজ পড়ার ফজিলত ৯৩
জামাত ত্যাগ করার শাস্তি ৯৫
নামাজের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের মনোযোগ ৯৭
জামাতের প্রতি সালাফদের ভালোবাসা ৯৯

চতুর্থ অধ্যায়
মসজিদ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

১. ইমাম

ক. ইমামের পরিচয় ১০৪
খ. ইমামতির শর্তাবলি ১০৪
গ. যাদের ইমামতি মাকরুহ ১০৫
ঘ. একাধিক যোগ্য ব্যক্তি থাকলে ইমামতির জন্য কে বেশি হকদার? ১০৬
ঙ. ইমামের যোগ্যতা ও গুণাবলি ১০৭
চ. ইসলামে ইমামের মর্যাদা ১০৮
ছ. সমাজের প্রতি ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্য ১১১

দুই. খতিব

ক. খতিবের পরিচয় ১১৫
খ. খতিবের যোগ্যতা ও গুণাবলি ১১৫
গ. খতিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য ১১৬

তিন. মুয়াজ্জিন

ক. মুয়াজ্জিনের পরিচয় ১১৮
খ. মুয়াজ্জিনের গুণাবলি ১১৮
গ. মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য ১১৯
ঘ. আজানের ফজিলত ও মুয়াজ্জিনের মর্যাদা ১১৯

চার. খাদেম

মসজিদের খাদেমের মর্যাদা ১২২

পাঁচ. সাধারণ মুসল্লিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ১২৪

ছয়. মসজিদ কমিটি

ক. মসজিদ কমিটির পদ ও দায়িত্ব ১২৬
খ. মসজিদ পরিচালনা পর্ষদের রূপরেখা ১২৭
গ. মসজিদ কমিটির যোগ্যতা ও গুণাবলি ১২৮
ঘ. মসজিদ কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৩১

পঞ্চম অধ্যায়
মাসায়েলে মাসাজিদ

মাসআলা : ১
শরয়ি মসজিদ হওয়ার জন্য লিখিত ওয়াকফ জরুরি নয় ১৩২
মাসআলা : ২
অন্যের জমিনে অনুমতি ছাড়া মসজিদ নির্মাণ করা ১৩২
মাসআলা : ৩
সরকারি জমিতে মসজিদ নির্মাণ করা ১৩৪
মাসআলা : ৪
জমিদাতার নামে মসজিদের নামকরণ করা ১৩৪
মাসআলা : ৫
মসজিদের মুতাওয়াল্লি খেয়ানত করে ধরা পড়লে করণীয় ১৩৫
মাসআলা : ৬
হারাম টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ ১৩৫
মাসআলা : ৭
মসজিদ স্থানান্তরের বিধান ১৩৫
মাসআলা : ৮
মসজিদে অমুসলিমদের দান গ্রহণ প্রসঙ্গে ১৩৬
মাসআলা : ৯
অমুসলিমদের মসজিদে প্রবেশের বিধান ১৩৭
মাসআলা : ১০
পুরোনো মসজিদকে মক্তব বানানো ১৩৮
মাসআলা : ১১
এক মসজিদের পাশে আরেক মসজিদ নির্মাণের বিধান ১৩৮
মাসআলা : ১২
মসজিদে প্রবেশের সময় সালাম দেয়া যাবে কি? ১৩৮
মাসআলা : ১৩
মৃত ব্যক্তির ফিদয়ার টাকা মসজিদে দান করার বিধান ১৩৯
মাসআলা : ১৪
মেহরাব স্থানান্তরিত করার বিধান ১৩৯
মাসআলা : ১৫

নামাজের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে মসজিদ বন্ধ রাখা ১৪০
মাসআলা : ১৬
শিশুদের মসজিদে নিয়ে আসা ১৪১
মাসআলা : ১৭
মসজিদে মান্নতের বিধান ১৪৩
মাসআলা : ১৮
কুড়িয়ে পাওয়া টাকা মসজিদে দেয়া যাবে কি না? ১৪৩
মাসআলা : ১৯
মসজিদের গাছের ফল খাওয়ার বিধান ১৪৪
মাসআলা : ২০
মসজিদে দ্বিতীয় জামাতের বিধান ১৪৫
মাসআলা : ২১
মহিলাদের মসজিদে নামাজ আদায়ের বিধান ১৪৭
মাসআলা : ২২
মসজিদে জানাজা পড়া ১৪৭
মাসআলা : ২৩
মসজিদে ঈদের নামাজ পড়া ১৪৯
মাসআলা : ২৪
মসজিদের টাকা ঋণ নেয়ার বিধান ১৪৯
মাসআলা : ২৫
মসজিদের বারান্দায় জামাত পড়ার বিধান ১৫০
মাসআলা : ২৬
মসজিদের পিলার থেকে নিজ বাড়ির জন্য ভিম টানা ১৫০
মাসআলা : ২৭
মসজিদ ফান্ডের টাকা ব্যবসায় লাগানো ১৫১
মাসআলা : ২৮
দানবক্সের টাকা দিয়ে ইমাম-মুয়াজ্জিনের বেতন দেয়া যাবে কি? ১৫১
মাসআলা : ২৯
ক্যাশিয়ারকে মসজিদের ফান্ড থেকে বেতন দেয়া ১৫২
মাসআলা : ৩০
অস্থায়ীভাবে কোনো স্থানে নামাজ পড়ার দ্বারা তা মসজিদ হয়ে যায় কি না? ১৫২

মাসআলা : ৩১
মসজিদের জন্য জায়গা ভাড়া নেয়া ১৫২
মাসআলা : ৩২
মসজিদের ভেতরে আজান দেয়া ১৫৩
মাসআলা : ৩৩
মসজিদের টাকা দিয়ে মিনার নির্মাণ করা ১৫৩
মাসআলা : ৩৪
নামাজে মাইক (লাউডস্পিকার) ব্যবহার ১৫৪
মাসআলা : ৩৫
মসজিদের মাইক ব্যবহারের বিধান ১৫৪
মাসআলা : ৩৬
মসজিদের মাইক ভাড়া দেওয়া ১৫৫
মাসআলা : ৩৭
মসজিদের ছাদে ইমামের কামরা নির্মাণ ১৫৫
মাসআলা : ৩৮
মসজিদের ছাদে বিলবোর্ড লাগানোর বিধান ১৫৬
মাসআলা : ৩৯
মসজিদের জিনিসপত্রের ব্যবহার ১৫৬
মাসআলা : ৪০
মসজিদের অপ্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি করার বিধান ১৫৭
মাসআলা : ৪১
পুরাতন মসজিদের অপ্রয়োজনীয় জিনিস নতুন মসজিদের বাথরুমে ব্যবহার করা ১৫৭
মাসআলা : ৪২
মসজিদে খেজুর ছিটানো ১৫৮
মাসআলা : ৪৩
মসজিদের নিচতলায় মার্কেট করার বিধান ১৫৮
মাসআলা : ৪৪
মসজিদের জায়গায় কবর দেয়া ১৫৯
মাসআলা : ৪৫
মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলার বিধান ১৬০

মাসআলা : ৪৬
দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খেয়ে মসজিদে গমন ১৬১
মাসআলা : ৪৭
তাবলিগ জামাতের মসজিদে পানাহার করা ও ঘুমানোর বিধান ১৬১
মাসআলা : ৪৮
পুরোনো কুরআন সম্পর্কে করণীয় ১৬২
মাসআলা : ৪৯
মসজিদের কুরআন শরিফ বাড়িতে নিয়ে পড়া ১৬৩
মাসআলা : ৫০
মসজিদে মিম্বার বানানো ১৬৩
মাসআলা : ৫১
এক মসজিদের জমি অন্য মসজিদে দান করা ১৬৪
মাসআলা : ৫২
এক মসজিদের দানের টাকা অন্য মসজিদে ব্যয় করা ১৬৪
মাসআলা : ৫৩
এক মসজিদের সামান অন্য মসজিদে ব্যবহার করা ১৬৫
মাসআলা : ৫৪
মসজিদে জমি দান করে পুনরায় নিজের দখলে নিয়ে নেওয়া ১৬৫
মাসআলা : ৫৫
মসজিদের জন্য জমি দেবার ওয়াদা করে না দেয়া ১৬৬
মাসআলা : ৫৬
মসজিদের ছাদে ধান গম শুকানোর বিধান ১৬৬
মাসআলা : ৫৭
মসজিদ ভেঙে রাস্তা করার বিধান ১৬৬
মাসআলা : ৫৮
পরিত্যক্ত মসজিদের স্থানে পাঠাগার নির্মাণ করা ১৬৭
মাসআলা : ৫৯
ঈদগাহের জন্য ওয়াকফকৃত স্থানে মসজিদ নির্মাণের বিধান ১৬৭
মাসআলা : ৬০
মসজিদে মোবাইল ব্যবহার করা ১৬৮

মাসআলা : ৬১
মসজিদে পত্রিকা পড়ার বিধান ১৬৯
মাসআলা : ৬২
মসজিদে বায়ু ত্যাগ করা ১৬৯
মাসআলা : ৬৩
পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মসজিদে তালিম দেয়া ১৭০
মাসআলা : ৬৪
মসজিদের বিদ্যুৎ দ্বারা মোবাইল চার্জ করা যাবে কি? ১৭১
মাসআলা : ৬৫
মসজিদে বেচাকেনা করার বিধান ১৭২
মাসআলা : ৬৬
মার্কেটের ওপরে মসজিদ নির্মাণ ১৭৩
মাসআলা : ৬৭
মসজিদ নির্মাণ বাবদ টাকা দিয়ে ইমামের বেতন দেয়া ১৭৩
মাসআলা : ৬৮
মসজিদকে যাতায়াতের রাস্তা বানানো ১৭৪
মাসআলা : ৬৯
মসজিদকে মাদরাসার ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহার করা ১৭৪
মাসআলা : ৭০
মসজিদের ভেতর কবর রাখার বিধান ১৭৫
মাসআলা : ৭১
মসজিদের দেয়ালে কিছু লেখা বা নকশা করা ১৭৫
মাসআলা : ৭২
মসজিদে জায়গা দখল করা ১৭৬
মাসআলা : ৭৩
মসজিদের কুরআন সংরক্ষণ করা ১৭৭
মাসআলা : ৭৪
মসজিদে সামাজিক মিটিং করা ১৭৭
মাসআলা : ৭৫
মসজিদে কেরোসিন তেল ব্যবহার ১৭৮
মাসআলা : ৭৬
মসজিদে কবিতা পাঠ করার বিধান ১৭৮

মাসআলা : ৭৭
মসজিদে কুকুর শুয়ে থাকলে ১৭৯
মাসআলা : ৭৮
মসজিদে জানাজার খাটলি রাখা ১৭৯
মাসআলা : ৭৯
মসজিদে মিউজিক ঘড়ি ব্যবহার ১৭৯
মাসআলা : ৮০
মসজিদে চোরাই মাল ব্যবহার করা ১৮০
মাসআলা : ৮১
মসজিদে ইফতারির আয়োজন করা ১৮০
মাসআলা : ৮২
মসজিদের পানি এলাকাবাসী বাসায় নিতে পারবে কি? ১৮১
মাসআলা : ৮৩
মসজিদে থুতু ফেলা ১৮১
মাসআলা : ৮৪
মসজিদে থুতু ফেলার পাত্র রাখা ১৮২
মাসআলা : ৮৫
মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা ১৮২
মাসআলা : ৮৬
মসজিদে ভিক্ষা চাওয়া ১৮৩
মাসআলা : ৮৭
মসজিদের জিনিস ইমামের কামরায় ব্যবহার করা ১৮৩
মাসআলা : ৮৮
মসজিদের মেঝেতে বসে অজু করা ১৮৪
মাসআলা : ৮৯
মসজিদে জুতা পরে প্রবেশ করা এবং নামাজ পড়া ১৮৪
মাসআলা : ৯০
মসজিদে জুতা রাখা ১৮৪
মাসআলা : ৯১
মসজিদের ছাদে চলাচল করা ১৮৫
মাসআলা : ৯২
মসজিদে স্বপ্নদোষ হলে করণীয় ১৮৫

মাসআলা : ৯৩
মসজিদের জিনিস ভাড়া দেয়া ১৮৬
মাসআলা : ৯৪
মসজিদের জিনিস ঈদগাহে ব্যবহার করা ১৮৬
মাসআলা : ৯৫
মসজিদে আলোকসজ্জা করা ১৮৬
মাসআলা : ৯৬
মসজিদে কবুতর বা পাখি শিকার করা ১৮৭
মাসআলা : ৯৭
ইফতার ফান্ডের অতিরিক্ত টাকা মসজিদে ব্যয় করা ১৮৭
মাসআলা : ৯৮
মসজিদের ফান্ড থেকে ইফতারির ব্যবস্থা করা ১৮৭
মাসআলা : ৯৯
মসজিদে আগরবাতি, ধূপ জ্বালানো ১৮৮
মাসআলা : ১০০
মহল্লার মসজিদ ছেড়ে অন্যত্র নামাজ পড়া ১৮৯
মাসআলা : ১০১
আজানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া ১৮৯
মাসআলা : ১০২
নামাজের সময় ছাড়া অন্য সময় মসজিদের লাইট, ফ্যান ব্যবহার ১৯০
মাসআলা : ১০৩
মসজিদের অর্থ দিয়ে মসজিদের প্রয়োজনীয় কাজ করা ১৯০
মাসআলা : ১০৪
একাধিক মসজিদের আজান শোনা গেলে করণীয় ১৯১
মাসআলা : ১০৫
ইমাম সাহেব ওপরতলায় দাঁড়ালে নিচতলায় নামাজের বিধান ১৯১
মাসআলা : ১০৬
মসজিদের নিচতলায় জায়গা রেখে ওপরতলায় নামাজ পড়া ১৯১
মাসআলা : ১০৭
মসজিদের ছাদে পেশাব করা ১৯২

মাসআলা : ১০৮
মসজিদে জিকিরের মজলিস কায়েম করা ১৯৩
মাসআলা : ১০৯
মসজিদের অর্থ দিয়ে মুসল্লিদের পানি পানের ব্যবস্থা করা ১৯৪
মাসআলা : ১১০
মাদরাসার অর্থ মসজিদে খরচ করা ১৯৪
মাসআলা : ১১১
মসজিদের অর্থ দিয়ে লাউডস্পিকার ক্রয় করা ১৯৫
মাসআলা : ১১২
মসজিদের অর্থ দিয়ে খাটলি ক্রয় করা ১৯৫
মাসআলা : ১১৩
মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত জমি ভাড়া দেওয়া ১৯৬
মাসআলা : ১১৪
মসজিদের দোকান কম মূল্যে ভাড়া দেওয়া ১৯৬
মাসআলা : ১১৫
মসজিদের জিনিস অমুসলিমকে ভাড়া দেওয়া ১৯৬
মাসআলা : ১১৬
মসজিদের মাইকে সাহরির এলান করা ১৯৭
মাসআলা : ১১৭
মসজিদের জন্য কমিশন-ভিত্তিক চুক্তিতে কালেকশন করা ১৯৭
মাসআলা : ১১৮
মসজিদে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহার করা ১৯৭
মাসআলা : ১১৯
জরিমানার অর্থ মসজিদে ব্যয় করা ১৯৮
মাসআলা : ১২০
সাহরির সময় মসজিদের মাইকে কুরআন তিলাওয়াত, হামদ-নাত ইত্যাদি পাঠ করা ১৯৮
মাসআলা : ১২১
মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিন নির্ধারণ করবে কে? ১৯৯
মাসআলা : ১২২
মসজিদের কিবলা বরাবর কবর, টয়লেট ইত্যাদি নির্মাণ করা ২০০

মাসআলা : ১২৩
মসজিদের অতিরিক্ত জিনিস বিক্রি করে ইমামের বেতন দেয়া ২০০
মাসআলা : ১২৪
ভিক্ষার টাকা মসজিদের কাজে লাগানো ২০১
মাসআলা : ১২৫
বেওয়ারিস ব্যক্তির সম্পদ মসজিদে ব্যয় করা ২০১
মাসআলা : ১২৬
জাকাতের টাকা মসজিদে ব্যয় করা ২০২
মাসআলা : ১২৭
মসজিদের জন্য জবরদস্তি করে চাঁদা গ্রহণ করা ২০২
মাসআলা : ১২৮
মসজিদে চাঁদা কালেকশন করা ২০২
মাসআলা : ১২৯
মসজিদ সংরক্ষণের জন্য মসজিদের টাকা দিয়ে মামলা চালানো ২০৩
মাসআলা : ১৩০
অনাবাদ ভূমিতে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা ২০৩
মাসআলা : ১৩১
অংশীদারি জমিতে মসজিদ নির্মাণ করা ২০৩
মাসআলা : ১৩২
মসজিদে তাওয়াল, আয়না ইত্যাদি রাখা ২০৪
মাসআলা : ১৩৩
মসজিদে নাপাক কাপড় রাখা ২০৪
মাসআলা : ১৩৪
মসজিদে দেয়া শিন্নি, গোলগোলা ইত্যাদির মালিক কে? ২০৫
মাসআলা : ১৩৫
পুকুরের কাদামাটি দিয়ে মসজিদ লেপা ২০৫
মাসআলা : ১৩৬
মসজিদে কুরবানি করা ২০৫
মাসআলা : ১৩৭
মৃত ব্যক্তির ঋণের অর্থ মসজিদে দেয়া ২০৫

মাসআলা : ১৩৮
ব্রাশ দিয়ে মসজিদ পরিষ্কার করা ২০৬
মাসআলা : ১৩৯
মসজিদে মাথা আঁচড়ানো ২০৬
মাসআলা : ১৪০
মসজিদের অজু-গোসলের স্থানে ইস্তিঞ্জা করা ২০৬
মাসআলা : ১৪১
মসজিদে টিকটিকি মারা ২০৭
মাসআলা : ১৪২
মসজিদে চেয়ারে বসে ওয়াজ করা ২০৭
মাসআলা : ১৪৩
মসজিদের নাম 'মসজিদে হারাম' রাখা ২০৮
মাসআলা : ১৪৪
মসজিদের নাম 'মসজিদে গুরাবা' রাখা ২০৮
মাসআলা : ১৪৫
ভুল কিবলায় মসজিদ নির্মাণের বিধান ২০৯
মাসআলা : ১৪৬
মসজিদের বিমা করানো ২০৯
মাসআলা : ১৪৭
ক্যাপ পরে মসজিদে গমন ২১০
মাসআলা : ১৪৮
মসজিদে গাছ লাগানো ২১০
মাসআলা : ১৪৯
মসজিদে তালিম কোথায় করবে? ২১০
মাসআলা : ১৫০
চুলকানি, শ্বেতি ও কুষ্ঠ রোগীর মসজিদে আসা ২১১

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ২১২

প্রথম অধ্যায়

মসজিদের পরিচয়, গুরুত্ব, মর্যাদা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

মসজিদের পরিচয়

আরবি مَسْجِدٌ (মাসজিদ) শব্দটি سَجَدَ (সাজাদা) শব্দমূল থেকে উদ্‌গত। ইসমে মাকান—স্থানবাচক শব্দ—হিসেবে মাসজিদ শব্দটির অর্থ হয় মাথা ঝুঁকানো তথা সিজদা করার স্থান। এ নামকরণের কারণ দর্শাতে গিয়ে আল্লামা যারকাশি রহ. উল্লেখ করেছেন, যেহেতু মসজিদে নামাজ আদায় করা হয়। আর নামাজের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট আমল হলো সিজদা—যা আল্লাহর নৈকট্য লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম—এ কারণেই মসজিদকে মসজিদ বলা হয়।[১]

পারিভাষিক অর্থে মসজিদ বলা হয়—

اَلْمَكَانُ الَّذِيْ أُعِدَّ لِلصَّلَاةِ فِيْهِ عَلَى الدَّوَامِ

তথা ওই স্থান, যেখানে নামাজের জন্য স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।[২]

আর ব্যাপক অর্থে উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য পৃথিবীর সমস্ত পবিত্র স্থানই

---

১ যারকাশি, ই'লামুস সাজিদ বিআহকামিল মাসাজিদ : পৃ. ২৬-২৮

২ মুহাম্মাদ কালআজি, মুজামু লুগাতিল ফুকাহা : পৃ. ৩৯৭

মসজিদ। আল্লামা কাযি ইয়াযের মতে এটা এ উম্মতের বিশেষ মর্যাদা।

আল্লামা যারকাশি রহ. বলেছেন, 'আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত নামাজ আদায়ের অনুমোদন ছিল না। কিন্তু আমাদের জন্য পবিত্র সমস্ত জায়গায়ই নামাজ আদায় বৈধ করা হয়েছে।'[১]

জামে মসজিদের পরিচয়

যে মসজিদে জুমার নামাজ আদায় হয়, তাকে *জামে মসজিদ* বলে।[২]

মসজিদের সীমানা

মসজিদের সীমানা হলো ওই জায়গা যা নামাজের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অজুর জায়গা সাধারণত মসজিদের বাইরে হয়ে থাকে।[৩]

অনেক লোক মসজিদের সীমানা সম্পর্কে অবগত নন। এ কারণে তাদের ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যায়। তাই মসজিদের সীমানা সম্পর্কে অবগত হওয়া খুব জরুরি। সাধারণত মসজিদের পুরো বাউন্ডারিকেই মসজিদ বলা হয়। কিন্তু মসজিদের পুরো বাউন্ডারি মসজিদের শরয়ি সীমানা হওয়া আবশ্যক নয়। বরং শরিয়তের দৃষ্টিতে মসজিদের সীমানা ওইটুকুই, যেটুকু স্থানকে নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদ প্রতিষ্ঠাতা ওয়াকফ করার সময় মসজিদ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। জমিনের কোনো অংশ শরয়ি মসজিদ হওয়া এক জিনিস এবং মসজিদের প্রয়োজনে ওয়াকফ করা আরেক জিনিস। কারণ, প্রতিটি মসজিদেই এমন কিছু জায়গা থাকে, যা মসজিদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ওয়াকফ করা হয়। যেমন : অজুখানা, ইস্তিঞ্জাখানা, গোসলখানা, ইমাম সাহেবের হুজরা ইত্যাদি। এসব জায়গা শরয়ি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৪]

---

১ যারকাশি, ই'লামুস সাজিদ বিআহকামিল মাসাজিদ : পৃ. ২৭

২ ফাতাওয়া শামি : ৩/৩৩ [যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ]

৩ আল-মুফরাদাত ফি গরিবিল কুরআন : পৃ. ২২৩ [মিশরি সংস্করণ]; মু'জামুল মুসতালাহাত : ৩/২৭৮ [দারুল ফাজিলাতিল কাহেরা]; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া : ২১/২৩৫ [ফরিদ বুক ডিপো লিমিটেড]

৪ মুফতি তাকি উসমানি, আহকামে ই'তেকাফ : পৃ. ৩৩ [মাকতাবায়ে দারুল উলুম করাচি]

শরয়ি মসজিদ হওয়ার শর্তাবলি

নিম্নোক্ত শর্তাবলি পাওয়া গেলে কোনো জায়গা শরয়ি মসজিদ বলে গণ্য হবে :

১. জমির প্রকৃত মালিক কর্তৃক মসজিদ নির্মাণের নিয়তে ওয়াকফ করা। চাই জমিন খালি হোক বা ভবন নির্মিত হোক।[১]

২. ওয়াকফকৃত জমি থেকে নিজের মালিকানা এমনভাবে প্রত্যাহার করা যে, ওয়াকফকারী বা অন্য কারও কোনো অধিকার এর সাথে সম্পৃক্ত থাকবে না।[২]

৩. ওয়াকফ করার পর জমিটি মুতাওয়াল্লির নিকট হস্তান্তর করা কিংবা ওয়াকফকারীর অনুমতিক্রমে সেখানে এক বা একাধিকবার জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা।[৩]

উল্লেখ্য, যে জমি কিংবা ভবনে উক্ত শর্তাবলি পাওয়া যাবে, সেটা শরয়ি মসজিদ বলে গণ্য হবে। অবশ্য শরয়ি মসজিদ সাব্যস্ত হওয়া ওয়াকফকারীর নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। তার নিয়ত স্পষ্টভাবে জানা গেলে সেটাই ধর্তব্য হবে। অন্যথায় আকার-ইঙ্গিতের ভিত্তিতে ওয়াকফের ধরন নির্ধারণ করা হবে।[৪]

মসজিদের গুরুত্ব ও মর্যাদা

মসজিদ আল্লাহর ঘর। প্রতিটি মুমিনের জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। মুমিনের জীবনের সব ক্ষেত্রে এর গভীর প্রভাব রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.

'আর এই যে মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে অন্য

১ আদ্দুররুল মুখতার : ৬/৫৩৪ [যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ]

২ ফাতাওয়া শামি : ৬/৫৪৫ [যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ]; ফাতাওয়া হিন্দিয়া : ২/৪৫৪ [মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ]

৩ ফাতাওয়া হিন্দিয়া : ২/৪৫৫ [মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ]

৪ কিফায়াতুল মুফতি : ১০/৩২-৩৩ [যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ]

কাউকে ডেকো না।'[১]

অন্যান্য স্থানের ওপর মসজিদের গুরুত্ব ও মর্যাদার কারণে মহান আল্লাহ মসজিদকে নিজের প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন।

মসজিদ কেবল ইবাদত-বন্দেগির জন্য নয়; এটি একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বটে। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হলো মসজিদ। ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা ও সামাজিক বিষয়াদি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করার স্থান হচ্ছে মসজিদ। নামাজের সাথে ইসলামের যে মহান উদ্দেশ্য সম্পৃক্ত রয়েছে তা অর্জনে প্রয়োজন সামাজিক বন্ধন। আর এ সামাজিক বন্ধন প্রতিষ্ঠায় মসজিদ ও জামাতের বিকল্প নেই। এই উম্মতের ধর্মীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত রাখতে মসজিদ ও জামাতের ভূমিকা অপরিসীম। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিকে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার গুরুত্বারোপ করেছেন, অপরদিকে জামাত ত্যাগকারী সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। পাশাপাশি মসজিদের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। মসজিদের হক ও আদব শিক্ষা দিয়েছেন। বিভিন্ন হাদিসে এর গুরুত্ব ও মর্যাদা ফুটে উঠেছে। এক হাদিসে ইরশাদ হচ্ছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ بُيُوْتَ اللهِ فِي الأَرْضِ المِسَاجِدُ وَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُكْرِمَ مَنْ زَارَه فِيهَا.

'হজরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই দুনিয়ায় আল্লাহর ঘর হলো মসজিদসমূহ। আর আল্লাহ ওই ব্যক্তির মর্যাদা প্রদানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন, যে আল্লাহর ঘর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে।"[২]

১ সুরা জিন, আয়াত : ১৮
২ তাবারানি কাবির : ১০/১৯৯